(৪০)

প্রথম আলো

তারিখ SEP 12 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মচারী নিয়োগের প্রক্রিয়া স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা, রাজশাহী ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭৩ জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগসংক্রান্ত ১১টি বিজ্ঞপ্তির কার্যক্রম আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে বিজ্ঞপ্তিগুলো কেন অবৈধ হবে না, তা জানাতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি রুল জারি করেছেন আদালত।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সাবেক ভিপি ফজলে হোসেন বাদশার রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সোমবার বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ স্থগিতাদেশ ও রুল দেন।

২০০৪ সালে গণনিয়োগ পাওয়া ৫৪৪ কর্মচারীর কথা উল্লেখ করে রিট আবেদনে বলা হয়, ওই নিয়োগের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছে। আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে সম্প্রতি এই অবৈধ নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা কষ্টকর বুঝতে পেরে কর্তৃপক্ষ নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার আড়ালে প্রায় একই সংখ্যক লোক নিয়োগের ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ১১টি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে ৫৭৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। এসব বিজ্ঞপ্তি অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে মাত্র এক মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এ কারণে বুঝতে কষ্ট হয় না, এই নিয়োগ প্রক্রিয়াটি বিশ্ববিদ্যালয় ও মঞ্জুরি কমিশনের নিয়মনীতির বাইরে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে চলছে। এমনকি এই নিয়োগ মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন এবং আর্থিক হিসাব-নিকাশ ছাড়াই করা হচ্ছে।

আবেদনে বলা হয়, কর্মচারী নিয়োগে মৃত কর্মচারীদের পোষ্য, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ইত্যাদি কোটা বরাদ্দ থাকলেও গত ২৪ মে থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিগুলোতে সে শর্ত পূরণ করা হয়নি। এসব বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে প্রায় ৫০ হাজার প্রার্থী আবেদন করলেও অধিকাংশই কোনো ইন্টারভিউ কার্ড পাননি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগেই বিতর্কিত নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিদের নামে ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করেছে।

ফজলে হোসেন বাদশা রিটের আবেদনে বিবাদী করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রার, উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন) ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে।

ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদমাধ্যমে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতিসংক্রান্ত একের পর এক সংবাদ প্রকাশিত হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আলতাফ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি রায়ের কপি পাননি বলে উল্লেখ করে জানান, এসব আইনকানুনের বিষয়ে আমি কিছু জানি না। কিছু হলে আমরা আইন উপদেষ্টাদের ডেকে থাকি, তারা যে সিদ্ধান্ত দেন তা-ই মানার চেষ্টা করি।

মাত্র কয়েক দিন আগে পাঁচজন চাকরিপ্রার্থীর দায়ের করা পিটিশনের ভিত্তিতে এসব নিয়োগ প্রক্রিয়া কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছিলেন হাইকোর্ট। ওই নোটিশের [illegible] আগেই আদালত গতকালের এ আদেশ দিলেন।